HAZI MOHOMED MOHOSIN



Sketched by J C. Mahalanabis

হাজি মহম্মদ মহসীন

A BRIEF SKETCH OF THE LIFE OF HAZI MOHOMED MOHOSIN.

হাজি মহম্মদ মহসীন

(সংক্ষিপ্ত জীবনী)

Calcutta :
SANYAL & Co.,
26, SCOTT'S LANE.

PRESENTED

TO

WITH

THE BEST

OF

AMAR CHANDRA DUTT

ভূমিকা।

নিষ্কাম দান-পুণ্যের পবিত্র ইতিহাসে হাজি মহম্মদ মহসীনের জীবন কাহিনী একটী অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়। তাঁহার জীবনের দৈনিক ও ধারাবাহিক ঘটনাবলী কেহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলে কিম্বা লোক মুখে শুনিবার সুযোগ থাকিলে, এই চরিত আখ্যায়িকার অতি বিস্তৃত আলোচনা হইতে পারিত হাজি মহম্মদ মহসীন প্রায় এক শতাব্দী হইল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন আখ্যায়িকাকারগণের উদাসীনতায় এবং তৎসময়ের লোকের অন্তর্দ্ধানে উভয় উপায়েই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হুগলীর উকীল বাবু মহেন্দ্রনাথ মিত্র, এবং অনরেবল মেঃ টয়নবী তত্ত্ব না লইলে হাজি মহম্মদের চরিতালোচনা অসম্ভব হইত তাঁহারা তাঁহার চরিত উদ্ধারে বঙ্গ সমাজের মহদুপকার করিয়াছেন।

একখানি বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকে প্রথমতঃ অতি সংক্ষেপে হাজি মহসীনের জীবনচরিত প্রকাশ করিয়াছিলাম, তৎপর এক খানি সাময়িক পত্রে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আকারে উহার আলোচনা করি হাজি মহম্মদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং দান শীলতার আদর্শ ব্যাখ্যা এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারের একমাত্র উদ্দেশ্য

হাজি মহম্মদের চিত্র সংগ্রহে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ মেঃ ডবলিউ বিলিং এম এ, ও ইমামবড়ার মতওয়ালী শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দ আসরফ উদ্দীন আহম্মদ খাঁন বাহাদুর আমার যথেষ্ট সহায়তা

করিযাছেন , আমি তাঁহাদেব নিকট আন্তবিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি

হুগলী কলেজে হাজি মহম্মদেব যে একখানি আলেখ্য আছে, তাহা অতিশয় জীর্ণ হইযা গিয়াছে উহাব প্রতিকৃতি গ্রহণে অনেক কষ্ট স্বীকার কবিতে হইযাছিল মহম্মদ মহসীন কিরূপ সহৃদয লোক ছিলেন তাঁহাব দানশীলতায তাহা প্রমাণিত হইযাছে। হুগলী কলেজে একখানি জীর্ণ চিত্র বক্ষণে তাঁহাব প্রতি আমাদের সমুচিত কৃতজ্ঞত প্রকাশ পায না হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহাব নিকট ঋণী। হাজি মহম্মদ মহসীনেব একটী স্থাযী স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন কবা কর্ত্তব্য, তাঁহার সমাধি ভূমিরও শ্রীসম্পাদন কবা উচিত যত্ন করিলে একার্য্য কখনই অসম্পন্ন থাকিবে না।

ময়মনসিংহ,
জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭

শ্রীঅমরচন্দ্র দত্ত।

হাজি মহম্মদ মহসীন।

কেহ কাহারও মনুষ্যত্বের যথার্থ পরিমাণ করিতে পারে না। দয়াধর্ম্ম মনুষ্যত্বের এক প্রধান চিহ্ন, দান দয়ার অন্যতর পরিচয়; সুতরাং দান দেখিয়া মনুষ্যত্বের একরূপ পরিমাণ করা যাইতে পারে কিন্তু দান দেবতা যখন স্বাভাবিকতার শুভ্র পরিচ্ছদ দূরে ফেলিয়া রক্তিম-বেশধারী বেণুবাদ্যকর দলে প্রবেশ করেন, তখন উহাতে পুণ্য অপেক্ষা পরিহাসের চিত্রই অধিক ফুটিয়া উঠে বাহকের পৃষ্ঠে ঢাক, বাদ্যকর উহা সজোরে বাজাইতেছে; দাতার মস্তকে গূঢ় উদ্দেশ্যের গুরুভার, স্তাবকগণ উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন ধরিয়া দিয়াছে—ইহাতে দানের মহিমা খর্ব্ব হইয়া পড়ে, দয়াধর্ম্মের আর অলৌকিকত্ব থাকে না।

দানের গৌরব কামনাভাবে *। নিষ্কাম দানের প্রভা, কৌশলপ্রদীপ্ত দীপালোকের ন্যায় নির্ম্মল, নির্ব্বাত ও নিষ্কম্প। উহাতে দীপদশার প্রয়োজনাতিরিক্ত উন্নতি বা অবনতি নাই, কাচাবরণে কোন কৃষ্ণ চিহ্ন পরে না। সকাম দান উহার বিপরীত; কেবল ধূম, কেবল দুর্গন্ধ যে স্থানে কামনা, সেই স্থানেই কালিমা সাত্ত্বিক দান স্বার্থ-নিরপেক্ষ, সময়-নিরপেক্ষ, কামনা-নিরপেক্ষ দয়া কেবল দানে নহে,—মনে; বহুকাল পূর্ব্বে মহাভারতে এ কথার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। কুবের তুল্য কুরুপাণ্ডব থাকিতে, দাতা—কর্ণ।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে দান দৃষ্টান্তের অভাব

---

* দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশেকালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতং
অদেশকালে যদ্দানম্ অপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্
গীতা ১৭ অঃ

নাই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিরাট স্ফূর্ত্তি বশতঃ দানশীলতায়ও বণিগ্‌বৃত্তির পদ-চিহ্ন পড়িয়াছে। এখন দানের উদ্দেশ্য চিন্তা করিলে, মনে স্বভাবতঃ বাণিজ্য-বিপণির এক কোলাহল-চিত্র আসিয়া উপস্থিত হয়। কেবল ইঙ্গিত-ইশারা, কেবল তেজী-মন্দা, কেবল দান-বাণিজ্যে ভাগ্যপরীক্ষা। এদিকে উপাধির উপদ্রবে দানের দেবত্ব ঘুচিয়া যাইতেছে। অর্থসাহায্যে জনসাধারণের যে উপকার হইতেছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু উহাতে দয়াধর্ম্মের শীতলতা অপেক্ষা অর্থসামর্থ্যের উত্তাপই অধিকতর তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছে। এই উত্তাপে করুণা বিগলিত প্রাচীন ভারতের যশের জলাশয়গুলি যে শুকাইয়া যাইতেছে, জাতীয় হৃদয়ে যে তীক্ষ্ণ বালুকার স্তর পড়িতেছে, আমরা তাহা দেখিয়াও দেখিতেছি না।

বণিগ্‌বৃত্তির এই পূর্ণ প্রসারের মধ্যে এলাহাবাদের মুন্সী কালীপ্রসাদ, বাঙ্গালার বেতনজীবী

ব্রাহ্মণ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, পাঞ্জাবের সর্দ্দার দয়াল সিংহ প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মা সাত্বিক দানের অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন বোম্বাইর শ্রীযুক্ত তাতার বিপুল দানের গভীর ঘোষণা পৃথিবীর সর্ব্বত্রে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে ইঁহাদের দানযজ্ঞেব ঘৃত মধু গন্ধে আজি ভারতবর্ষ সৌরভময়। হুগলী নগরের হাজি মহম্মদ মহসীন বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে যে দানযজ্ঞ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও এই শ্রেণীর তন্মধ্যে একটি বিশেষত্ব এই—উহা সর্ব্বস্ব স্বাহা মহসীনের দানদৃষ্টান্ত সত্যযুগেব সাত্বিক দান স্মরণ করাইয়া দেয় নিম্নে এই মহাত্মার জীবন চরিতের একটী সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

হুগলী নগর এক সময়ে অতি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-বন্দর ছিল। ব্যবসায় সমৃদ্ধিব সংবাদে -ইংরেজ, পর্ত্তুগীজ, দিনেমার, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকগণের অনেকে এই নগরে আসিয়া বিপণি প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তাঁহাদের অনেকেই স্থায়ীরূপে বাস করিতে

থাকেন। প্রায় দুই শত বর্ষ হইল আগা ফজলুল্লা নামে পারস্য দেশীয় একজন বণিক ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার পুত্র হাজি ফয়জুল্লাও বাণিজ্য করিবার অভিপ্রায়ে হুগলীতে আসিয়া উপস্থিত হন। মুর্শিদাবাদও তখন বাণিজ্যব্যবসায়ের একটি প্রধান কেন্দ্রস্থান ছিল হাজি ফয়জুল্লা উভয় স্থানেই ব্যবসায় করিতে লাগিলেন এবং অতি সত্বরেই ধনী হইয়া উঠিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার এই অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হইল না। অচিরেই তিনি সমস্ত ধনসম্পত্তি হারাইয়া ফেলিলেন এবং হুগলী নগরে স্থায়ী হইলেন। ইহার প্রায় সম সময়ে সম্রাট্ আরঙ্গজেবের একজন প্রিয় কর্ম্মচারী আগা মতাহর নামে পারস্য দেশীয় একজন বণিক, সম্রাটের নিকট হইতে যশোহর প্রভৃতি স্থান জায়গীর পাইয়া হুগলীতে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে বাঙ্গালার বাণিজ্য রাজধানীতে দুইজন সমৃদ্ধ পারস্য দেশীয় বণিকের সম্মিলন ঘটিল।

আগা মতাহরের মন্নুজান নাম্নী এক কন্যা

ছিলেন মন্নু অতুল বিভবশালী পিতার একমাত্র কন্যা। পিতা মন্নুজানকে একটী স্বর্ণ তাবিজ দান করেন। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে যাহাতে ঐ তাবিজ ভগ্ন করা না হয়, মন্নুজানের প্রতি তাঁহার পিতার এইরূপ আদেশ ছিল পিতার মৃত্যুর পর মন্নুজান স্বর্ণ তাবিজ খুলিয়া দেখিলেন, উহাতে পিতার স্বাক্ষর-যুক্ত এক খণ্ড দানপত্র রহিয়াছে। কন্যাবৎসল পিতা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি প্রাণসমা দুহিতা মন্নুজানকে দান করিলেন—দান পত্রে এই কথা স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ ছিল। মতাহরপত্নী স্বামীর বিপুল সম্পত্তি হইতে বঞ্চিতা হইয়া হাজি ফয়জুল্লাকে বিবাহ করিলেন মহম্মদ মহসীন ইঁহাদের কুলপাবন পুত্র ১৭৩২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়।

মহম্মদ মহসীনের ধারাবাহিক জীবনবৃত্তান্ত পাইবার কোন উপায় নাই। বহুদিন পূর্ব্বে হুগলীর উকীল বাবু মহেন্দ্র চন্দ্র মিত্র মহসীনের জীবন-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। মেঃ টয়নবা

হুগলী জেলার ইতিহাসে মহসীনের দানসম্বন্ধে কয়েকটি কথার উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর "হুগলীর ইমামবাড়ী"তেও মহসীনচরিতের একটি চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। হুগলী নগরে মহসীনসম্বন্ধে অনেক প্রবাদকথা প্রচলিত আছে। লিপিবদ্ধ বৃত্তান্ত এবং জনবাদ আলোচনা করিলে মহম্মদ মহসীনের একটি সঙ্ক্ষিপ্ত জীবনরেখা স্পষ্ট হইয়া উঠে। তাহাও পার্ব্বত্য নদী-স্রোতের ন্যায় এই কিয়দ্দূর দেখা যাইতেছে, ঐ আবার বনভূমিব অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সেকালে জীবনচরিত কেহ লিখিয়া রাখিতেন না, কেহ জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ জন্য যত্ন করিতেন না। অযত্ন ও উপেক্ষায় মহম্মদ মহসীনের জীবনচরিত অঙ্গহীন হইয় পড়িয়াছে তজ্জন্য দুঃখপ্রকাশে কোন ফল নাই। সেকালের লোকের জীবনচরিত লিখিবার সময় দীর্ঘনিশ্বাস সঙ্গের সঙ্গী।

মহসীন ও মন্নুজানের পিতা স্বতন্ত্র হইলেও মাতা এক। মন্নুজান অতুলবিভবশালিনী, মহ-

সীনের অবস্থা সেরূপ ছিল না। তাই বলিয়া ভাইভগ্নীতে স্নেহ মমতার কোন ইতর বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় নাই মন্নুজান মহসীনের আট বৎসরের জ্যেষ্ঠা। উভয়ে বাল্যকালে সিরাজী নামে একজন বিচক্ষণ শিক্ষকের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। বয়ঃবৃদ্ধি সহকারে মহসীনের জ্ঞানার্জ্জনপিপাসা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি কিছু-দিন মুর্শিদাবাদ মকতবে অধ্যয়ন করেন। "দেশ-ভ্রমণে শিক্ষার পরিসমাপ্তি" ইউরোপীয় জাতির এই অমূল্য উপদেশ মহম্মদ মহসীন অতি যত্নে পালন করিয়াছিলেন। শিক্ষক সিরাজী একজন বহুদর্শী ভ্রমণকারী ছিলেন। তাঁহার নিকট ভিন্ন ভিন্ন দেশের বৃত্তান্ত শুনিয়া মহসীনের মনে দেশভ্রমণেচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। তিনি আরব ও পারস্য দেশ ভ্রমণ করেন। এই দুই দেশে তাঁহার আরবী ও পারস্য ভাষা শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। ভাষার উৎস স্থানে তিনি উভয় ভাষায় সুগভীর ও অকৃত্রিম পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এদিকে মন্নুজান প্রাপ্তবয়স্কা হইয়া বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন। বিষয়ের শাসন সংরক্ষণে তাঁহার বুদ্ধি ঐ দিকেই বিকাশ পাইতে লাগিল যত সম্পদ তত শত্রু মন্নুজানের শত্রুর অভাব ছিল না কতিপয় পাপিষ্ঠ মন্নুর প্রাণনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করে। ইহারা মহসীনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে তাহাদের পাপচক্র লুকাইয়া রাখিতে পারিল না মহসীন মন্নুকে সাবধান করিয়া দিলেন। ভগ্নী ঘাতকের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন মানুষ মানুষের প্রাণবধ করিবার জন্য হিংস্র শ্বাপদ অপেক্ষাও সুযোগ অন্বেষণ করিয়া থাকে, ইহা ভাবিয়া মহসীনের মনে কি এক বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। এক একটি শিলাখণ্ডের আঘাতে জলস্রোতের পার্শ্বপরিবর্ত্তন ঘটে; মানুষের জীবনস্রোতও কোন আকস্মিক ঘটনায় ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হইয়া থাকে মহসীন দারপরিগ্রহ করিলেন না, নির্লিপ্তভাবে সংসারে বাস করিতে লাগিলেন কোরাণ পাঠ, ধর্ম্মের

আলোচনা, এবং পরোপকার তাঁহার জীবনের ব্রত হইল তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল, তিনি সুন্দর অক্ষরে কোরাণের শ্লোক লিখিয়া বিতরণ করিতেন ৬৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি এই ভাবে জীবন অতিবাহিত করেন অবশেষে ১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি হুগলী ত্যাগ করিয়া দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হন।

আগা মতাহরের আদেশ ছিল, তাঁহার ভাগীনেয়ের সহিত মন্নুজানের বিবাহ দিতে হইবে। মতা-হরের ভাগীনেয় মির্জ্জা সলা উদ্দীন পারস্য দেশ হইতে আসিয়া মন্নুজানকে বিবাহ করিলেন। সলা উদ্দীনের অল্প বয়সেই মৃত্যু হয় স্বামীর মৃত্যুর পর বিষয়সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার সম্পূর্ণ-রূপে মন্নুজানের স্বকীয় হস্তে পতিত হইল তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন তাঁহার যত্নে দিন দিন ধনসম্পদের উন্নতি হইতে লাগিল। নিষ্ঠুর কাল, ধনসম্পদের সুবর্ণ দেউল ভেদ করিয়াও মানবদেহে আপন কঙ্কালস্পর্শ বুলাইয়া দেয়।

মন্নুজান কালক্রমে বৃদ্ধা হইয়া পড়িলেন, বিষয়-সম্পত্তির আর সেরূপ সংরক্ষণে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার ইচ্ছা হইল, তিনি সহোদর মহসীনের হস্তে সমস্ত সম্পত্তি ন্যস্ত করিয়া অবসর গ্রহণ করিবেন। কিন্তু মহসীন তখন আরব, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন; কোথায় ছিলেন, কেহ তাহা জানিত না। মহসীনের অজ্ঞাতবাস বশতঃ মন্নুজানের সংকল্প সিদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল না। ভগ্নী ভ্রাতার উদ্দেশে নানাস্থানে পত্র লিখিলেন। মহসীন ভগ্নীর পত্র পাইয়াও প্রথমতঃ গৃহে ফিরিতে সম্মত হইলেন না অবশেষে একান্ত অনুরোধে রজব আলি খাঁ ও সাকের আলী খাঁ নামে দুইজন ধর্ম্মবন্ধুসহ হুগলীতে ফিরিয়া আসিলেন। মন্নুজান সমাগত সহোদরের হস্তে সমস্ত সম্পত্তির ভার ন্যস্ত করিয়া ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

নির্লিপ্ত বিষয়বিরাগী হাজি মহম্মদ মহসীন আজি অতুল সম্পদের অধিকারী। এই সম্পত্তির আয়

সে সময়ের অর্দ্ধলক্ষ মুদ্রা একজন উদাসীন এই বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন, ইহা অনেকের চক্ষে সহিল না বান্দা আলীখাঁ নামে এক ব্যক্তি মন্নুজানের পোষ্যপুত্র সাজিয়া মহসীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন মহসীন অম্লানচিত্তে ইঁহাকে এই সম্পত্তি দান করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার মনে সম্পত্তি ধর্ম্মব্রতে, লোকহিতে সমর্পণ করিবার সঙ্কল্প জাগিতেছিল তিনি অভিযোগে আত্মপক্ষ সমর্থনপূর্ব্বক জয়ী হইলেন বটে, কিন্তু বিষয়সম্পত্তি তাঁহার নিকট জীর্ণ কপর্দ্দকের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ধনসম্পদ আপনার ভোগের জন্য নহে, জনসাধারণের উপকারের জন্য। তিনি বিষয়ের মায়ায় আবদ্ধ হইলেন না ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে এক উইল * লিখিয়া সৎকর্ম্মে সর্ব্বস্ব দান

* আমার নাম হাজি মহম্মদ মহসীন পিতার নাম হাজি ফয়জুল্ল, পিতামহের নাম আগ ফজলুল্ল, নিবাস হুগলী আমি স্ব জ্ঞানে স্ব ইচ্ছায় ও সুস্থ শরীরে এই উইল সম্পাদন পূর্ব্বক এই বিধান করিতেছি যশোহরের অধীন পরগণা সৈদপুর ও শোভ-

করিলেন। হুগলী নগরে মহম্মদ মহসীনের দান যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইল। তিনি যে ফকীর, সেই ফকীর। অনেক রাজচক্রবর্ত্তীও এই ফকীরের পদ-ধূলি লইবার যোগ্য নহেন।

এই উইল সম্পাদনের পর মহম্মদ মহসীন ছয়

নাল আমার জমিদারী ভুক্ত। হুগলীর ইমামবড়া, ইমামবাজার ও হাট, এবং ইমামবড়ার যাবতীয় সামগ্রীর মালিক আমি আমি উত্তরাধিকারী সূত্রে এই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী আমার কোন উত্তরাধিকারী নাই আমার যাবতীয় সম্পত্তি আমি ধর্ম্মোদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করিতেছি। আমার লিখিত বিধান অনুসারে আমার দ্বারা আচরিত সমুদয় দান কার্য্য চিরকাল চলিতে থাকিবে আমার প্রিয় সুহৃদ্ রজবআলী খাঁ ও সাকেরআলী খাঁকে আমি মাতোয়ালি নিযুক্ত করিলাম ইহারা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিয়া অবশিষ্ট টাকা নিম্নলিখিতরূপ নয় অংশে বিভক্ত করিয়া কার্য্য চালাইবেন তিন অংশ ফতেয়া, মহরমোৎসব এবং ইমামবড়া ও মসজিদের সংস্কার কার্য্যে; দুই অংশ মাতোলিগণের পারিশ্রমিক জন্য; এবং অবশিষ্ট চারি অংশ কর্ম্মচারি-গণের বেতন ও আমার স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা অনুসারে, মাসিক বৃত্তিদানে এবং দৈনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ব্যয় হইবে। কোন মাতোয়ালি, কার্য্য সম্পাদনে অক্ষম হইলে তিনি অপর কোন যোগ্য ব্যক্তিকে আপনার স্থলবর্ত্তী করিয়া লইতে পারিবেন ইহা আমার চরম দানপত্র রূপে গণ্য হইবে। (আরবীভাষায় লিখিত উইলের মর্ম্মানুবাদ)

বৎসর জীবিত ছিলেন যজ্ঞসমাপনের পর তৃপ্ত-কাম পুরুষের নির্ম্মল হৃদয়ের চিত্র প্রদান সম্ভবপর নহে মহম্মদ মহসীন তখন আপনার নহেন, পরের। পরের সেবায় তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। মহাত্মা মহসীন ১৮১২ খ্রীঃ অব্দে দেহ ত্যাগ করেন। হুগলী নগরে ভগ্নী মন্নু জানের সমাধির পার্শ্বে তাঁহার দেহ শায়িত রহিয়াছে হুগলী কলেজের গৃহে তাঁহার একখানি চিত্রপট নীরবে কি এক অপূর্ব্ব ভাব ব্যক্ত করিতেছে সমাধিতে তাঁহার দেহ শায়িত, চিত্র-পটে তাঁহার চিত্র নীরব। তিনি দানশীলতার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা চিরদিন তাঁহার যশোঘোষণা করিবে

মহম্মদ মহসীনের কৃত উইলের সুফল ফলিতে অল্প সময় চলিয়া যায় নাই রাজবআলী খাঁ ও সাকেরআলী খাঁ ১৮১৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত মাতো-য়াল্লির কার্য্য করেন। উইলের বিধানানুসারে কার্য্য হইতেছে কি না, নানা কারণে গবর্ণমেণ্টকে

তদ্বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতে হয় গবর্ণমেণ্ট নানা-দিক চিন্তা করিয়া সৈয়দ আকবর আলী খাঁকে সম্পত্তির কণ্ট্রোলার নিযুক্ত করেন অনুসন্ধানে কতকগুলি বিশৃঙ্খলা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। রজব আলী খাঁ ও সাকের আলী খাঁ একরূপ অপসৃত অবস্থায় থাকিলেন ; ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহারা পদ-চ্যুত হন। তৎপরবর্ত্তী মাতোয়ালী উক্ত কণ্ট্রোলার সৈয়দ আকবর আলি খাঁ। পদচ্যুত মাতোয়ালিদ্বয় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন প্রিভি কাউন্সিল পর্য্যন্ত এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইতে ১৯৩৫ খ্রীঃ অব্দ চলিয়া যায় এই সুদীর্ঘ সময়ে সম্পত্তির আয় হইতে ব্যয়বাদে প্রায় নয় লক্ষ টাকা (৮৬১১০০) সঞ্চিত হয়। এই অর্থই বর্ত্ত-মান হুগলী কলেজ ও বর্ত্তমান ইমামবড়ার বিশাল অট্টালিকা প্রতিষ্ঠার মূল সম্বল।

উক্ত নয়লক্ষ টাকা শিক্ষা বিস্তারে ব্যয়ের প্রস্তাবে সামান্য আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই। প্রতিবাদকারিগণ বলিতে লাগিলেন, ধর্ম্মকার্য্যে অর্থ-

ব্যয়, মহম্মদ মহসীনের উইলের উদ্দেশ্য, শিক্ষা-বিস্তার উদ্দেশ্য নহে। এদিকে মহসীন যে একজন শিক্ষানুরাগী লোক ছিলেন তাহাতে সংশয় ছিলনা। তিনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রগণের শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। মহম্মদ মহসীনের মনোগত ভাব কিরূপ ছিল, তাহা এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়ই প্রমাণিত হইয়াছিল। আপত্তির আবর্জ্জনা এক ফুৎকারে উড়িয়া গেল তদানীন্তন গবর্ণর সার চার্লস্ মেটকাফ্ শিক্ষাবিস্তারে ঐ অর্থ নিয়োগ করা কর্ত্তব্য বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। হুগলীতে এক কলেজ প্রতিষ্ঠার বিপুল আয়োজন হইতে লাগিল

প্রস্তাবিত কলেজের জন্য একটি বৃহদায়তন অট্টালিকার প্রয়োজন জেনারেল পেরণ * নামে

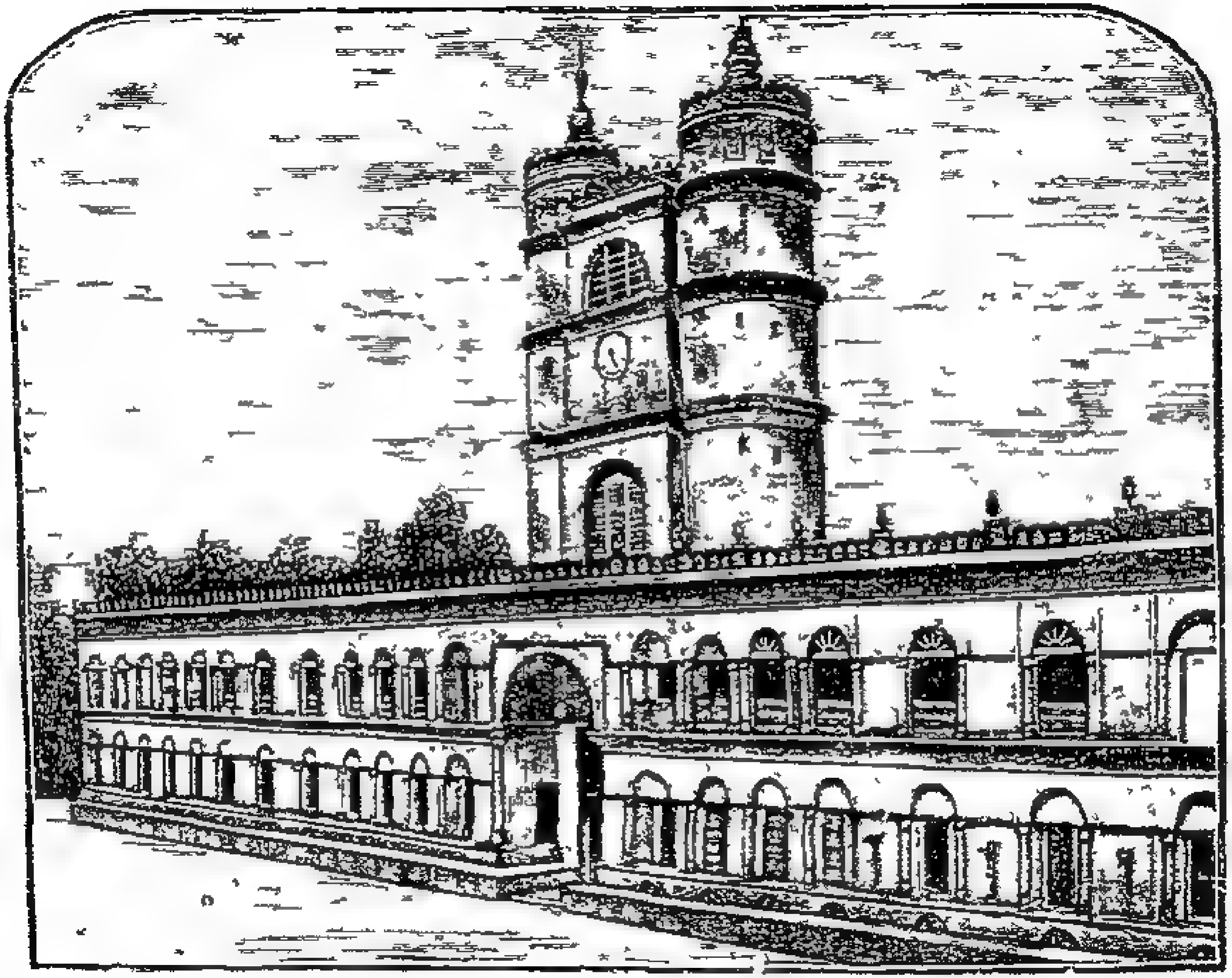
* জেনারেল পেরণ ১৭৯৮ খ্রীঃঅব্দে দৌলতরাও সিন্ধিয়ার অধীনে কার্য্য গ্রহণ করেন ইহাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী সেনাপতি সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ডি বইন পেরণ ডি বইনির উপযুক্ত পদাধিকারী ছিলেন ইনি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই দিল্লী অধিকার করেন দোয়াব প্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল পেরণের প্রতিপত্তি দেখিয়া

একজন ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ ১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইনি সিন্ধিয়ার অধীনে কার্য্য করিতেন। ঘটনাক্রমে জেনারেল পেরণ হুগলী নগরে স্থায়ী হন তিনি যে অট্টালিকায় বাস করিতেন কালক্রমে তাহা প্রাণকৃষ্ণ হালদার নামে একজন ধনীর হস্তগত হয় প্রাণকৃষ্ণ অতিশয় বিলাসী লোক ছিলেন। এই বৃহৎ অট্টালিকার বিস্তৃত কক্ষ নর্ত্তকীগণের নৃত্যগীতে নিয়ত প্রতিধ্বনিত থাকিত। ইনি অবশেষে এক জালের মোকদ্দমায় কারাদণ্ডিত হন। এই অট্টালিকা শীল-পরিবার ক্রয় করেন। শীল-পরিবার হইতে

দৌলতরাও ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠেন এবং জেনারেল লেক যখন আলীগড় অধিকারে যাত্রা করেন, তখন পেরণকে অতিক্রম করিয়া অন্য একজনকে সেনাপতি পদে বরণ করেন জেনারেল পেরণ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কার্য্য ত্যাগ করেন পেরণ প্রভুভক্ত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ লোক ছিলেন তাঁহার নিকট সিন্ধিয়ার যুদ্ধ সামগ্রী ছিল। লর্ড ওয়েলসী তাহা পাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন উহা প্রদান করিলে পেরণ পদলাভ করিতে পারিতেন তিনি লর্ডওয়েলেসলীর অনুরোধ উপেক্ষা করেন সিন্ধিয়ার কার্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি সামান্য গৃহস্থের ন্যায় কাল যাপন করিতেন

অট্টালিকা ক্রয় করিয়া ১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দে উহাতে হুগলী কলেজ স্থাপন করা হয়। এই অট্টালিকার পাদদেশ ধৌত করিয়া গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে, চারিদিকে ফলপুষ্পের উদ্যান এইরূপ মনোহর স্থান, মনোহর গৃহ, অল্প বিদ্যালয়েরই দেখিতে পাওয়া যায়। যে গৃহ এক সময়ে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বিলাসভবন ছিল, যাহার দ্বিতল কক্ষে নর্ত্তকীগণের নূপুরধ্বনি, গঙ্গার তরঙ্গে তরঙ্গে তাল রাখিয়া উছলিয়' উঠিত, আজি সেই স্থানে উচ্চ শিক্ষার পবিত্র মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে। এই পট-পরিবর্ত্তন একটি আকস্মিক ঘটনা নহে, উহা মহাত্মা মহম্মদ মহসীনের দানপুণ্যের অমোঘ ফল।

আগা মতাহর হুগলীতে ইমামবড়া প্রতিষ্ঠা করেন মির্জ্জা সলাউদ্দীন উহার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন হুগলীর বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ ইমামবড়া বঙ্গদেশে একটি দেখিবার বস্তু মহম্মদ মহসীন ইহা নির্ম্মাণ করিয়া যান নাই। কিন্তু ইহাই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের এক উৎকৃষ্ট অংশ দেখাইয়া



-ইমাম বড়া

দিতেছে। ২১৭৪১৩ টাকা ব্যয়ে ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে এই অট্টালিকার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয় প্রায় বার হাজার টাকা মূল্যের একটী বৃহৎ ঘড়ী উহার উচ্চ চূড়ায় স্থাপিত রহিয়াছে। ইমামবড়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর উহার সম্মুখে রাজ পথ, পশ্চাতে হুগলী নদী। দুইটি উচ্চ চূড়া অট্টালিকার সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে সিংহ দ্বার-পথে প্রবেশ করিলেই প্রশস্ত অঙ্গন। অঙ্গনের তিন দিকে দ্বিতল অট্টালিকা সম্মুখে নানা কারুকার্য্যখচিত ভজনালয়। অঙ্গনের মধ্য-স্থানে একটি অনতিদীর্ঘ উচ্চ জলাশয়। জলাশয়ে মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে; সময়ে সময়ে কৃত্রিম উৎস হইতে জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে ইমামবড়ার প্রাচীরে প্রাচীরে কোরাণের শ্লোক এবং মহম্মদ মহসীনের দানবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ভজনালয়ের এক পার্শ্বে অনুচ্চ বেদী বেদীর বামে, দক্ষিণে ও সম্মুখে মর্ম্মরস্তরে প্রকোষ্ঠের এক মনোহর শোভা হই-

য়াছে। অসংখ্য দীপাধারে গৃহ সুসজ্জিত। শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত, শত শত দীপালোকসমুজ্জ্বল ভজনালয়ে যখন সহস্র উপাসক সমতানে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে থাকেন, তখন মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয় নগরের এক প্রান্তে হুগলী কলেজে মানসিক শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে, অপর প্রান্তে এই ভজনালয়ে উচ্চকণ্ঠে ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তিত হইতেছে। মানবজীবনের উৎকর্ষের জন্য উভয়েরই প্রয়োজন। মহসীনের বিপুল দানে মানসিক শিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষা উভয়েরই সুব্যবস্থা হইয়াছে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মাদ্রাসায় মহসীনের দয়ার হস্ত বিদ্যমান। বঙ্গের বিভাগে বিভাগে মহসীনের প্রদত্ত সম্পত্তির আয় * হইতে মুসলমান

* ১৮৩৬ সালের বজেট এইরূপ—সৈদপুরের আয় ৪৫০০০, অন্যান্য ১০,০০০৲ একুন ৫৫০০০৲ ব্যয় মাতোয়ালিদ্বয়ের জন্য এক নবমাংশ ৬১১১৲ হুগলী কলেজের জন্য এক নবমাংশ ৬১১১৲ ধর্ম্মকার্য্যের জন্য তিন-নবমাংশ ১৮৩৩৩; এই টাকা হইতে ব্যয় ধর্ম্মকার্য্যে ৯৫৮৬, কলেজের জন্য ৮৭৪৭ বেতন ও বৃত্তি ইত্যাদির জন্য চারি নবমাংশ ২৪৪৪৪ এই টাকা হইতে বেতন বৃত্তি

বালকগণ শিক্ষার সাহায্য পাইতেছে। হুগলীর চিকিৎসালয় মহসীনের জনহিতৈষণার আর একটী দৃষ্টান্তস্থল।

মহম্মদ মহসীনের বিপুল দান কোন সাময়িক প্রবৃত্তির সাময়িক উচ্ছ্বাস নহে তিনি প্রকৃত দয়ালু লোক ছিলেন; দানশীলতা তাঁহার জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল এ সম্বন্ধে বাবু প্রমথনাথ মিত্র কর্ত্তৃক বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের ইংরাজী বক্তৃতার অনুবাদ হইতে কয়েকটি আখ্যায়িকা উদ্ধৃত হইল ঃ—

১। মহম্মদ মহসীনের রাত্রিকালে নগরের পথে পথে ভ্রমণের অভ্যাস ছিল। সেই সময় দীন দুঃখীদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে যাহার ক্লেশ দেখিতেন তিনি তাহার দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টিত হইতেন। এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি এক দিবস একটি বৃদ্ধার

১৩০৬৭, কলেজের জন্য উদ্বর্ত্ত ১১০৭৭। ১৮৪২ সনে ব্যয় ‍বাদে উদ্বৃত্ত ৩৪৮৮৩৲

কুটীরের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন যে, ঐ ধনহীন নারীর অনেকগুলি সন্তানসন্ততি আছে ইহাদের প্রতিপালন করা বৃদ্ধার পক্ষে অতিশয় ক্লেশকর ছিল। মহসীন দেখিলেন, বালকবালিকাগণ আহারাভাবে চীৎকার করিতেছে, মাতাও দুঃখে অশ্রুপাত করিতেছেন তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া মহম্মদ মহসীনের হৃদয় দ্রবীভূত হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ বালকবালিকাদের জন্য রুটি আনিয়া দিলেন এবং তদবধি তাহাদের প্রতিপালনের ভার লইলেন।

২ মহসীন এক দিবস রাত্রিযোগে ভ্রমণ করিতে করিতে এক অন্ধের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হন স্বামী অন্ধ; এজন্য অর্থোপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালনে অক্ষম বলিয়া তাহার পত্নী তাহাকে প্রহার করিতেছে তিনি এই দৃশ্য দেখিয়া গৃহের বাহির হইতে জানালা দিয় কতকগুলি রৌপ্যমুদ্রা গৃহের ভিতর ফেলিয়া দিলেন এই ব্যাপার দেখিয়া অন্ধের পরিবারের আনন্দের

সীমা রহিল না। কে এইরূপ মুদ্রা দান করিল, কেহ তাহা দেখিতে পায় নাই, কিন্তু সকলেই মনে মনে বুঝিল, এই কার্য্য মহম্মদ মহসীন ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা সাধিত হয় নাই। তজ্জন্য সকলেই তাঁহার নাম লইয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

৩। মহম্মদ মহসীন দাসদাসীগণের প্রতি অতিশয় সদয় ব্যবহার করিতেন। গাজী নামে একটি অল্পবয়স্ক বালক তাঁহার ভৃত্য ছিল। সে এক দিবস তাহার ভগ্নীর সাঙ্ঘাতিক পীড়ার কথা শুনিয়া প্রভুর সমীপে ছুটীর প্রার্থনা করিল। প্রভু অবিলম্বে তাহাকে বাটী যাইবার অনুমতি দিলেন এবং একটি মোড়ক হস্তে দিয়া বলিলেন যে, ইহাতে ঔষধ আছে, সেবন করাইয়া দিবে। বালক বাটী যাইয়া দেখিল যে, উহাতে শুধু ঔষধ আছে তাহা নহে, কয়েকটী টাকাও রহিয়াছে।

হুগলীর বৃদ্ধগণ মহম্মদ মহসীনের নিত্য দানের যে সকল কথা বলিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাকে

দয়ার অবতার বলিয়া মনে হয়। তাঁহার হস্তে রোগী নিত্য ঔষধ পাইতেছে, দরিদ্রে ধন পাইতেছে, শোকসন্তপ্ত ব্যক্তি সান্ত্বনা পাইতেছে—এই দৃশ্য, হুগলীর বাণিজ্যব্যবসায়ের কর্কশ কোলাহল ডুবাইয়া অকৃত্রিম জনহিতৈষণার এক সরস স্বর্গলোক আনিয়া উপস্থিত করিত এই জনহিতৈষণার ভিত্তি কোথায় ? অকপট বৈরাগ্য ও বিশুদ্ধ নিষ্কাম চিত্তই উহার সুদৃঢ় ভিত্তি সংসার ত্যাগ, তীর্থভ্রমণ ও সাধু সঙ্গে এই বৈরাগ্য স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল রোপিত বৃক্ষের চারিদিকে জীবিত শাখার প্রাচীর ;—অনেক সময়ে শাখার সবলতাতেই বৃক্ষ বিনষ্ট হয় ; রক্ষকই অবশেষে আপন শিরোত্তলনপূর্ব্বক বিরাজ করিতে থাকেন। কিন্তু নিষ্কামচিত্তে এরূপ আত্মবিরাজমানতার অহমিকাপূর্ণ কোন কদর্য্য চিহ্ন নাই বৈরাগ্যাগ্নিতে আমি পুড়িয়া সমপ্রাণময় সুবিশাল এক জনজগৎ, এক জীবজগৎ আবির্ভূত হয়। মহম্মদ মহসীনের সম্মুখে এই উভয় জগতই খুলিয়া গিয়াছিল ; তাই

তিনি নিষ্কামচিত্তে ধর্ম্মের জন্য, লোকহিতের জন্য যথা সর্ব্বস্ব স্বাহা বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মহম্মদ মহসীনের জীবনে একটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য বিষয় এই,—তাঁহাতে হিন্দুভাব অতিশয় প্রবল ছিল। তাঁহার অধিকাংশ কর্ম্মচারী হিন্দু ছিলেন। তিনি নিরামিষ আহার করিতেন। তিনি শ্মশ্রু ধারণ করিতেন না। মুণ্ডিত-শ্মশ্রু মহসীন যখন হিন্দু কর্ম্মচারিগণে বেষ্টিত হইয়া তাঁহার প্রিয় গায়ক যশোহরনিবাসী ভোলানাথ সিংহের গান শুনিতে বসিতেন, তখন তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া ভ্রম জন্মিত এদিকে তিনি মুসলমানের মুসলমান মহসীন তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান কর্ম্মচারীদিগকে এক প্রেমসূত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে দেশ যে ভাব চাহে তাঁহাতে তাহাই ছিল। মহসীন সময়ের বহু অগ্রবর্ত্তী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভারতবাসীর এক মন্ত্র এক জপ—উন্নতি। কিন্তু কোনও জাতি আত্মত্যাগ ভিন্ন উন্নতির উচ্চ স্তরে

উঠিতে পারে না   অর্থ আত্মভাবের মূর্ত্ত পরি-ণতি   মুদ্রা কেবল বাজনামাঙ্কিত ধাতু নহে, উহাতে মানবের বিদ্যা বুদ্ধি, শ্রম যত্ন, শাসন সংযম, সকল শক্তির মুখাঙ্ক মুদ্রিত থাকে   নিষ্কাম ধন দান এবং আত্মত্যাগে কোনও প্রভেদ নাই   আত্মত্যাগ বা অর্থত্যাগ যখন সহৃদয়তার স্বর্গীয় স্পর্শে মন্ত্রপূত হইয়া উঠে, তখন উহা এক দুর্জ্জয় শক্তি   এইমুদ্রারূপিণী মহাশক্তি যিনি নিষ্কাম পরোপকারে দান করেন, দেবতারাও তাঁহার অমর কীর্ত্তি লোভনীয় মনে করিয়া থাকেন   মহম্মদ মহসীন নিষ্কাম দানপুণ্যে সুরগণেরও বরণীয় ছিলেন। মহসীন মুসলমান সমাজের গৌরব স্থল, বঙ্গদেশের দানশীলতার এক উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ   দানধর্ম্মে তিনি পৃথিবীতে মনুষ্যত্বের পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন   আর কি সত্বর মহম্মদ মহসীনের ন্যায় মহাপুরুষ জন্মিবে না ?
